২৯.১ শরিয়ত
Shariat

শরিয়ত-এর অর্থ ঃ শরিয়ত শব্দটির 'শার' (Shar) শব্দ হতে উদ্ভূত। 'শার' অর্থ আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী মুসলমানদের অনুসরণীয় পথ। শাব্দিক অর্থে 'শরিয়ত' বলতে বুঝায় অনুসরণীয় পথ; কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় 'কানুন' অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 'আল্লাহ্ স্বয়ং ইসলামী কানুন বা বিধানের রচয়িতা এবং সে কানুন মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য পথনির্দেশ দান করে। শরিয়ত হচ্ছে মানুষের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান এবং এর সাহায্যে মানুষ দুনিয়ায় তার জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে এবং নিজেকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে পারে।'

শরিয়তের প্রকারভেদ ঃ শরিয়তের অনুশাসনগুলোকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা ঃ ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক ধর্মীয় অনুশাসন বলতে বুঝায় ইবাদত ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং রাজনৈতিক অনুশাসন বলতে শাসনতন্ত্র সম্বন্ধীয় বিষয়াদি বুঝায়। কুরআনের বিধান দু'প্রকারের— একটি সমর্থনজ্ঞাপক, অন্যটি নিষেধাজ্ঞামূলক। শরিয়ত মানব কর্তব্য সম্পর্কে নির্ভুল মতবাদ এবং এতে ইসলামের অনুসারীদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, গার্হস্থ্য ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল দিকের প্রয়োজনীয় নির্দেশ রয়েছে। তাই মুসলমানদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে শরিয়ত হচ্ছে এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

বিভিন্ন অধিকার ও কর্তব্য ঃ শরিয়ত মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং তার জীবনের চাহিদা পূরণে উপায় ও পন্থা নির্দেশ করে। এতে মুসলমানদের ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় জীবনের মঙ্গলের জন্য নির্দেশ রয়েছে। মুসলমানদের অধিকার ও কর্তব্য সাধারণত চারভাগে বিভক্ত হয়েছে ঃ ১। আল্লাহর অধিকার, ২। ব্যক্তিগত অধিকার, ৩। অপর মানুষের অধিকার এবং ৪। সকল সৃষ্ট জীবনের অধিকার।

১। আল্লাহর অধিকার ঃ আল্লাহতায়ালার প্রথম ও সর্বপ্রধান অধিকার হচ্ছে যে, মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান পোষণ করবে এবং অপর কাকেও তাঁর সাথে শরীক করবে না। এর সম্বন্ধে কালেমায়ে তাইয়্যেবার প্রথম অংশে তাঁর বলিষ্ঠ ঘোষণা রয়েছে ঃ "আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই" (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)।

আল্লাহর দ্বিতীয় অধিকার হলো, মানুষ অকুণ্ঠচিত্তে তাঁর নির্দেশ মানবে এবং তা অনুসরণ করে চলবে। আমাদেরকে সৎপথে চলার জন্য তিনি যেসব পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন, তাঁদের প্রতি ঈমানের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর এ অধিকারকে স্বীকৃতি দান করতে পারি।

আল্লাহর তৃতীয় অধিকার হলো, মানুষ তাঁর আদেশ মেনে চলবে। কুরআন ও সুন্নাহর বিধান পালন করে মানুষ তাঁর এ অধিকার মেনে চলতে পারে।

আল্লাহর চতুর্থ অধিকার হলো ইবাদত। নামাজ, রোযা, যাকাত প্রভৃতি কার্যের মাধ্যমে মানুষ তা আদায় করতে থাকে।

আল্লাহ্ তায়ালার অধিকারসমূহ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ (আরকান) কায়েম করার মাধ্যমে আদায় করা হয় এবং এর জন্য মুসলমানদেরকে কিছুটা ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যাকাত আদায় করতে গিয়ে মুসলমানদের নিজস্ব আয়ের একটি বিশেষ অংশের ত্যাগ স্বীকার করতে হয় এবং রোযা পালন করতে গিয়ে তাদেরকে পানাহার থেকে সংযত থাকতে হয়।

২। **মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার ঃ** শরিয়তের লক্ষ্য হচ্ছে মানবজাতির কল্যাণ সাধন। এ কারণে শরিয়তে প্রতিটি মানুষকে তার নিজের উপর অধিকার নির্দেশ করে দিয়েছে। মানুষের দেহের নিরাপত্তা, ইজ্জতের নিরাপত্তা, উত্তরাধিকারের নিরাপত্তা, আইনসঙ্গত কার্যকলাপের নিরাপত্তা প্রভৃতি মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্তর্গত।

৩। **অপর মানুষে অধিকার ঃ** সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধনই হলো শরিয়তের উদ্দেশ্য। কাজেই শরিয়ত ব্যক্তির-মানুষের অধিকারের সাথে সাথে অপর মানুষের প্রতি তার কতকগুলো কর্তব্য নির্দেশ করেছে। সমাজ, রাষ্ট্র এবং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রতিটি মানুষকে সে কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার রয়েছে; কিন্তু তা এমনভাবে ভোগ করবে না যাতে অপরের অধিকার ব্যাহত হয়।

ব্যক্তি তার স্বাধীনতা এমনভাবে ভোগ করবে না, যাতে অপরের স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে। শরিয়ত মানুষকে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করে। ডাকাতি, উৎকোচ গ্রহণ, জালিয়াতি, অসাধু ও প্রতারণা এতে নিষিদ্ধ হয়েছে। কারণ এসব জঘন্য কার্যকলাপের দ্বারা মানুষ অপরের ক্ষতির বিনিময়ে লাভবান হয়। জুয়া, লুটতরাজ, মদ্য পান, ব্যভিচার, অবৈধ যৌন সম্পর্ক ও সর্বাধিক বাজি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। একচেটিয়া ব্যবসায়, মজুদদারি, চোরাকারবারি এবং অন্যবিধ ব্যক্তিগত লালসা চরিতার্থ করাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৪। **সৃষ্ট জীবের অধিকার ঃ** মানুষ আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। দুনিয়াতে আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সবকিছুই মানুষের প্রয়োজনে; কিন্তু শুধু সৃষ্ট জগতের ঐশ্বর্যভোগ করেই মানুষ নিজেকে শ্রেষ্ঠ জীব বলে প্রমাণ করতে পারে না। মানুষের খেদমতের জন্য আরও যেসব সৃষ্টি দুনিয়ায় এসেছে, তাদের প্রতিও মানুষের বিশেষ কর্তব্য রয়েছে। সুতরাং মানুষকে তাদের প্রতি সঙ্গত আচরণ করতে হবে। তাদের নিকট হতে খেদমত নিতে গিয়ে অযথা তাদের আঘাত করা বা অনিষ্ট করা মানুষের অন্যায়। বিশেষ উদ্দেশ্য ব্যতীত পাখি ধরা ও তাদেরকে পিঞ্জরে আবদ্ধ করা নিষিদ্ধ। অপ্রয়োজনে বৃক্ষাদি কর্তন ইসলাম অনুমোদন করে না। মানুষ এদের ফল ভোগ করতে পারে; কিন্তু এদেরকে বিনষ্ট করার অধিকার তার নেই।